গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.৩২০০.০৪২.২৭.০২৯.২০২১-১৮৪৯

তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৮
২৬ আগস্ট ২০২১

বিষয়: **গাইবান্ধা জেলা পরিষদের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষক দায়িত্ব প্রাপ্ত) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসদাচরণ, মাদকাসক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ তদন্তকরণ।**

সূত্র: এ বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার স্মারক ৪৬.০০.০০০০.০৮৬.০২৭.১৪.২০১৮-২৭২, তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত গাইবান্ধা জেলা পরিষদের ১২ জন সদস্যকর্তৃক গাইবান্ধা জেলা পরিষদের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষক দায়িত্ব প্রাপ্ত) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসদাচরণ, মাদকাসক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগের ছায়ালিপি এসাথে প্রেরণ করা হলো।

২। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৬-৮-২০২১
মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫৬৮
ইমেইল: lgzp@lgd.gov.bd

উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের
কার্যালয়, গাইবান্ধা

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.৩২০০.০৪২.২৭.০২৯.২০২১-১৮৪৯/১(৬)

তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৮
২৬ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩) যুগ্মসচিব, পলিসি সার্পোট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা
৬) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর , স্থানীয় সরকার বিভাগ

২৬-৮-২০২১
মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী

বরাবর,

সিনিয়র সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গাইবান্ধা জেলা পরিষদের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে) জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, এর বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অমানবিক আচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার মাদকাসক্ত বিভিন্ন অনিয়মে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অপকর্মের হাত থেকে গাইবান্ধা জেলা পরিষদকে রক্ষার্থে তাকে অন্যত্র অতি দ্রুত বদলির করার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী গাইবান্ধা জেলা পরিষদের সকল সদস্যগণ আপনার সদয় বিবেচনা ও দৃষ্টান্তমুলক পদক্ষেপের জন্য জানাচ্ছি যে, স্থানীয় সরকারের ঐতিহ্যবাহী সেবামুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবদ সাধারণ জনগনের জীবন মান উন্নয়নে নিরন্তর সেবা দিয়ে আসছে। সেই লক্ষ্যকে আরও গতিশীল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি জেলা পরিষদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। যাতে করে পরিষদের জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে জেলার প্রতিটি ইউনিয়নের অসহায়, দু:স্থ্য ও গরীবরা তাদের কাঙ্খিত সেবা পায়। সেই সাথে জেলা পরিষদে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর নি:স্বার্থ গতিশীল আন্তরিক সেবায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু গাইবান্ধা জেলা পরিষদের কর্মচারী **জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে)** এর বিভিন্ন অনিয়ম, অপকর্ম, দুর্নীতি অমানবিক আচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, নেশাগ্রস্ত থাকায় অসামাজিক আচরণ, বিভিন্ন অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎসহ নানান অপকর্মে লিপ্ত থাকায় জেলা পরিষদের মান প্রতিনিয়ত ক্ষুন্ন হচ্ছে। যার ফলে সেবা প্রত্যাশীগণ তাদের কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার অপকর্মের কতিপয় নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০১। **জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে)** তার নিজ জেলা ঠাকুরগাঁও জেলা পরিষদে একজন কর্মচারী ছিলেন। ঠাকুরগাঁও জেলা পরিষদে বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে অর্থ দন্ডসহ কয়েকটি জেলা পরিষদে বদলি শেষে গাইবান্ধা জেলা পরিষদে বদলি হয়ে আসেন। কিন্তু তিনি সংশোধিত না হয়ে বরং ফেন্সিডিল, মদ্যপান, ইয়াবা জাতীয় বিভিন্ন নেশা করা এবং এসকল নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলায় নেশা জাতীয় বস্তু ও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাইবান্ধা জেলা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছিলেন। বর্তমানে গাইবান্ধা শহরে তার মাদক সেবনে অনেকগুলো আস্তানা রয়েছে। যেখানে তিনি প্রতিদিনই যান এবং মাদক সেবন করেন। শুধু তাই নয় তিনি তার মাদক সেবি বন্ধুদের নিয়ে অত্র পরিষদের দ্বিতীয় তলায় প্রায়ই ফেন্সিডিল ও ইয়াবা সেবন করেন মর্মে আমরা অবগত হয়েছি। জেলা পরিষদের কর্মচারীগণসহ এলাকার সাধারণ জনগনও তার মাদক সেবন ব্যাপারে অবগত আছেন। জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ (হিসাব রক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব) পাওয়ার পর থেকে তিনি আরও বেশি স্বেচ্ছাচারি হয়ে ওঠেন এবং অনেক সময় সেবা প্রত্যাশিগণকে হয়রানিসহ তাদের সাথে অসদাচরণমুলক ব্যবহার করে থাকেন। তিনি নামমাত্র হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে দৈন্দিক হাজিরার ভিত্তিতে কর্মরত তার স্ত্রীর মাধ্যমে হিসাব শাখার কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তাতে করে কাজের অনেক বিঘ্নসহ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে জানা যায়। এছাড়া তিনি অফিসের কাজের অযুহাতে অনেক নথিপত্র ব্যাগে করে বাসায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি রাতের অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পত্রের নথি ওলট-পালটসহ অনেক কাগজপত্র আগুনে পুড়ে ফেলান মর্মে আমরা অবগত হয়েছি। তার এহেন কার্যকলাপে পরিষদের সদস্যসহ কর্মচারীগণ সন্ধিত।

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০৩

০২। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন ইতোপূর্বে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর হয়েও অর্থের লোভে অফিসারদেরকে ভূল বুঝিয়ে জায়গা জমির মত মুল্যবান সেকশনের দায়িত্ব নিজের কাছে নিয়ে তিনি অত্রাফিসের ইস্যুকৃত খাজনা বহি ব্যবহার না করে নিজের ইচ্ছেমত ডুপ্লিকেট খাজনা আদায় রশিদ বহি তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করায় দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্ত ছিলেন। তার এহেন জালিয়াতির কারনে গাইবান্ধা জেলা পরিষদ বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিতসহ জেলা পরিষদের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন।

০৩। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে) একজন চোগলখুড়ি কর্মচারী অর্থাৎ তিনি মিথ্যা ও অসত্য কথা তাৎক্ষনিক ভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট এককথা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের নিকট অন্য কথা, একই ভাবে সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন রুপ কথাবার্তা বলে অসত্য মিথ্যা কথা বলে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকেন। ফলে গাইবান্ধা জেলা পরিষদসহ গাইবান্ধা বাসী বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং পরিষদ সদস্যসহ কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন/দলাদলির মত ঘটনাও ঘটছে। তার এই ধরনের আচরণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই ধরনের চোগলখুরি, মিথ্যাবাদি একে অপরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিকারী কর্মচারীর অতি দ্রুত অনত্র বদলীর আহবান জানাচ্ছি।

০৪। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন স্থানীয় কিছু মাদক সেবী সন্ত্রাসীদের ছত্র ছায়ায় গাইবান্ধা জেলা পরিষদের কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তার আরও ক্ষমতার দাপট, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, নেশার রাজত্ব, কর্মচারীদের সাথে আরও বেশি খারাপ ব্যবহার করে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিকট থেকে বেতন বৃদ্ধি/চাকুরী স্থায়ী করনের উদ্দেশ্যে লোভে ফেলে বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের টাকা নেওয়া কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে মুল কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা এবং বিভিন্ন সময়ে কর্মচারীদের বদলী করাসহ ক্ষমতার অপব্যবহারে আমরা অবগত হয়েছি। তার এরুপ কার্যকলাপে জেলা পরিষদের সুনাম অনেক ক্ষুন্ন হচ্ছে মর্মে আমরা পরিষদের সদস্যগণ মনে করি এবং তার দ্রুত বদলীর আবেদন জানাচ্ছি।

০৫। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে) তিনি অফিস টাইমে উপস্থিতি দেখালেও অফিস চলাকালীন সময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন কাজের অযুহাতে বাহিরে অবস্থান করে থাকেন। ফলে জেলার সাতটি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সেবা প্রত্যাশিরা তার অনুপস্থিতিতে অনেক বিড়ম্বনায় পড়েন। এছাড়া প্রায়ই রাত্রি ১০.০০ ঘটিকা হতে অফিস করার ছলে তাঁর পছন্দের বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করেন। তিনি নানান অযুহাতে বাহিরে থাকায় তাঁর স্ত্রী দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীর মাধ্যমে হিসাব শাখার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন: চেক লিখন, ক্যাশ বহি লিখন, রেজিষ্টার লিখন ইত্যাদি কাজ তাকে দিয়ে করায় সম্পাদিত অনেক কাজের মধ্যেই ভূল থেকে যায় মর্মে আমরা অবগত হয়েছি। এছাড়া সম্প্রতি আমরা অবগত হয়েছি যে, অনেক সময় বহিরাগত কম্পিউটার অপারেটরের মাধ্যমে হিসাব শাখার কাজ করা হয়ে থাকে। যা অফিসের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ তার এহেন কার্যকলাপে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে তার দ্রুত বদলীর আবেদন জানাচ্ছি।

এমতাবস্থায় মহোদয় সমীপে সবিনয়ে নিবেদন যে, গাইবান্ধা জেলা পরিষদের শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নেশাদ্রব্য সেবন, নেশা দ্রব্য ব্যবসায়ী ও ভূয়া খাজনা রশিদের মাধ্যমে খাজনা আদায়কারী, চোগলখোড়, মিথ্যাবাদী, কর্মচারীদের নিকট হতে অর্থ আত্মসাৎকারী, জেলা পরিষদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, জেলা পরিষদের সেবা প্রত্যাশিদের সাথে অসদাচারনকারী ও হয়রানীকারী **জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (বর্তমানে হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে)** জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা এর অন্যত্র দ্রুত বদলির জন্য আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ বিনীত জোড়ালো আবেদন করছি।

বিনীত নিবেদক

গাইবান্ধা জেলা পরিষদের সদস্য বৃন্দঃ

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	স্বাক্ষর
০১	জনাব মো: এমদাদুল হক	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০২	জনাব মো: আলতাফ হোসেন	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-২ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৩	জনাব মো: জামিউল আনছারী	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৩ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৪	জনাব এএফএম আনজুনুর বকশী ডিজু	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৪ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৫	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৫ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৬	জনাব মো: জরিদুল হক	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৬ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৭	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৭ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৮	জনাব মনোয়ারুল হাসান জীম	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৮ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
০৯	জনাব মো: এমএস রহমান	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-৯ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১০	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১০ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১১	জনাব মো: হান্নান আজাদ	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১১ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১২	জনাব মো: শামছুজ্জোহা	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১৩ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৩	জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১৪ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৪	জনাব মো: শুক্কুর আলী ফিরোজ	সদস্য, সাধারণ ওয়ার্ড নং-১৫ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৫	জনাব মোছা: মাজেদা বেগম	সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	

ক্রমিক নং	নাম	ওয়ার্ড নং	স্বাক্ষর
১৬	জনাব মোছাঃ রোজিনা নাহিদ ফারজানা	সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-২ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৭	জনাব মোছাঃ তৌহিদা বেগম	সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৩ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৮	জনাব মোছাঃ রুনা আরজু মনোয়ারা বেগম	সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৪ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	
১৯	জনাব মোছাঃ লুদমিলা পারভিন	সদস্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৫ জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ হলোঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৩। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

৪। উপসচিব, জেলা পরিষদ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

৭। অফিস নথি।